দৈনিক ইনকিলাব
বাংলাদেশ ... পরিষদ ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
তারিখ 16.FEB 1987
পৃষ্ঠা 6 কলাম 1
022

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

বছর ঘুরে এসেছে আবার সেই রক্তস্নাত ফেব্রুয়ারী মাস। '৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী মাতৃভাষাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠার জন্যে কয়েকটি তাজা তরুণ প্রাণ লুটিয়ে পড়েছিলো রাজপথে। বুকের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিলো কালো পিচের পথ। শহীদ হয়েছিল সেদিন বরকত, জব্বার,

ভাষা আন্দোলনে ছাত্রসমাজের ভূমিকা এবং প্রাসঙ্গিক ভাবনা

শামসুল ইসলাম

সালাম, রফিক, সালাহউদ্দীন প্রমুখ ছাত্র।

আর কয়েকদিন পরেই একুশে ফেব্রুয়ারী। সেই অম্লান ও অমর দিবস।

প্রতি বছর এ দিনটি গোটা জাতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। যারা এ দিনে ভাষার জন্যে শহীদ হয়েছেন তাদের গৌরবময় ভূমিকার কথা নতুনভাবে সকলের মনকে আলোড়িত করে। তাদের আত্মত্যাগের, তাদের আদর্শের কথা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হয় সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও আলোচনা সভা। সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো আয়োজন করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে মাসব্যাপী গ্রন্থ মেলারও আয়োজন করা হয়।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে, দিন দিন একুশে ফেব্রুয়ারী যেনো অনুষ্ঠান সর্বস্ব হয়ে পড়েছে। আনুষ্ঠানিকতাই যেনো এখন সব কিছু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০ ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাত বারটায় আমরা প্রভাত ফেরী গাইতে গাইতে শহীদ মিনারে যাই। সেখানে শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে পুষ্পমাল্য অর্পণ করি। অনেকে শহীদদের কবর জিয়ারত করতেও যাই। এর পরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করি।

সত্যি কথা বলতে কি, পুরো দিনটাই যেনো একটা উৎসবের মতো মনে হয়। অথচ উৎসবের চেয়েও বড়ো কথা হলো, এ দিনটি পালনের তাৎপর্য উপলব্ধি করা। কেন ছাত্ররা এ দিনে আত্মত্যাগ করেছিলেন, কোন আদর্শে উদ্দীপ্ত হয়ে তারা অকুতোভয়ে মৃত্যুর দিকে ছুটে গিয়েছিলেন, তাদের সেই আদর্শের প্রতি আমরা কতোটুকু শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারছি, সে আদর্শ অনুসরণ করছি— এ সবই হওয়া উচিত এ দিনের উপলব্ধির বিষয়। একইসঙ্গে আমাদের ছাত্রদের মাতৃভাষাকে সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত করার গৌরবপূর্ণ ভূমিকারও মূল্যায়ন করা দরকার।

উপরিল্লিখিত বিষয়গুলো পর্যালোচনা করলে আমরা যে চিত্রটি পাই তা কোনোমতেই আশাব্যঞ্জক নয়। আজ যাঁরা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তারা কেউই '৫২-র ভাষা আন্দোলনের সময় জন্মগ্রহণ করেননি। কিন্তু তারাও প্রতি বছর মহাসমারোহে একুশে ফেব্রুয়ারীতে শহীদদিবস পালন করে থাকেন। পাঠকরা আমাকে মাফ করবেন। আমাকে বাধ্য হয়েই 'মহাসমারোহ' এই শব্দটি ব্যবহার করতে হলো। কারণ, আজকের সাধারণ ছাত্রদের অনেকেই এই ভাষা আন্দোলনের অতীত ইতিহাস সঠিকভাবে জানেন না। এ দোষ তাদের নয়। আমি বলবো, তাদের সামনে ভাষা আন্দোলন এবং সে ব্যাপারে ছাত্রদের ভূমিকার সঠিক চিত্রটি আজ পর্যন্ত কেউ তুলে ধরেননি বা ধরতে পারেননি। তারা জানেন, এ দিনে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী নিয়ে ছাত্ররা মিছিল সহকারে পথে নেমেছিলেন এবং তৎকালীন সরকারের পুলিশের গুলীতে শহীদ হয়েছিলেন।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমাদের দেশের ছাত্রদের ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে বিরাট অবদান রয়েছে। ১৯৪৮ সালেই এ আন্দোলনের সূচনা হয়। আর এ ব্যাপারে তৎকালীন তমদ্দুন মজলিশের ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিলো না। অধ্যক্ষ আবুল কাসেমের নেতৃত্বে তমদ্দুন মজলিশ গঠিত হয় সম্ভবতঃ ১৯৪৭ সালের শেষ দিকে। সে সময় জনাব আবুল কাসেম অবশ্য অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন না। তিনি আরো পরে বাংলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করে অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তমদ্দুন মজলিশের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীরা ছিলেন প্রায় সবাই ছাত্র। বিভিন্ন জেলায় মজলিশের শাখা ছিলো। তমদ্দুন মজলিশের মাধ্যমে ছাত্ররা বাংলা ভাষার সপক্ষে বিরাট আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু দুঃখজনক যে, ভাষা আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিশের অবদানের কথা বর্তমানের ছাত্র সমাজ জানেন না। তারা প্রকৃত ইতিহাস থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। পরবর্তীকালে যারা ভাষা আন্দোলন তথা '৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী সম্পর্কে লিখেছেন, তারা যেনো সচেতনভাবেই তমদ্দুন মজলিশের ভূমিকার প্রসঙ্গটি এড়িয়ে গেছেন।

আজ পর্যন্ত দেশে যতো বড় ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলন হয়েছে তার সবগুলোর সঙ্গে ছাত্ররা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বলা যায়, ছাত্ররা নিষ্ক্রিয় থাকলে কোনো আন্দোলনই সফল হতো না। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী ছাত্ররা মাতৃভাষার প্রতি মমতার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তেমন নজির আর পাওয়া যাবে না। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান এবং একুশে ফেব্রুয়ারীর ছাত্র হত্যা— এ দু'টো এমন জ্বলন্ত বিষয় ছিলো যে, ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল মুসলিম লীগ চরম পরাজয়ের সম্মুখীন হয়।

'৫২ সালেই এ আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যায়নি। প্রতি বছরই একুশে ফেব্রুয়ারী পালিত হয়েছে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে। নিজের স্বকীয়তার উপরে যে আঘাত এসেছিলো তা এ দেশের মানুষ সহজে ভুলতে পারেনি। শাসক শ্রেণীর শাসন যতো কঠোর হয়েছে, ছাত্র-জনতার প্রতিরোধও ততোই দৃঢ় হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে আরো কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করতে হয়। সেদিন আমাদের অস্তিত্বের উপরে যে আঘাত এসেছিলো এবং যে আঘাতের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে রুখে উঠেছিলেন ছাত্র-জনতা, তার সুফল কিন্তু এখানে অর্জিত হয়নি। যে হীনমন্যতাবোধ থেকে ভাষা আন্দোলন আমাদের বাঁচাতে চেয়েছিলো সেই হীনমন্যতাবোধ থেকে আমরা এখনো মুক্ত হতে পারিনি। বলতে বাধা নেই, আমাদের দেশের এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীই এজন্যে দায়ী। এদের পাণ্ডিত্যের প্রতি কোনোরকম কটাক্ষ না করেই বলতে চাই যে, এরা বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে গিয়ে এমন সব শব্দ আমাদের ভাষার মধ্যে আমদানী করছেন যার সঙ্গে প্রকৃত বাংলার সম্পর্ক আদৌ নেই। পরিভাষার নামে এমন সব উদ্ভট শব্দ তৈরী করা হচ্ছে তা বুঝতে সাধারণ মানুষতো দূরের কথা, অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিরও হিমশিম খেতে হয়। বিশেষভাবে এরা প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা থেকে শব্দ ধার করছেন। কিন্তু এটা সকলেই জানেন যে, সংস্কৃত একটি মৃত ভাষা, এ ভাষায় পৃথিবীর কোনো অঞ্চলের লোক কথা বলে না। তাই সংস্কৃতবহুল বাংলা চালু করা কোন প্রয়োজনই পড়ে না। তা ছাড়া আমরা যে ভাষায় কথা বলি সে ভাষাকেই কেতাবী ভাষা করতে বাধা কোথায়? তাই এ কথা বলতেই হয় যে, পরিভাষার নামে পরিচিত জিনিসকে অপরিচিত করার অধিকার কারো নেই।

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ অফিস-আদালতে সর্বদা বাংলা ভাষা ব্যবহারের কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। তা ছাড়া সরকারী ও বেসরকারী সব অফিস, শিল্প কারখানা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নামফলক বাংলায় লেখারও নির্দেশ দিয়েছেন। প্রয়োজনে বাংলার নিচে ছোটো করে ইংরেজী লেখা থাকতে পারে।

প্রেসিডেন্টের এ নির্দেশকে সাধুবাদ জানাই। তবে দুঃখের সঙ্গে এ কথাও বলতে হয় যে, এখনো কেন প্রেসিডেন্টকে নতুনভাবে এ নির্দেশ দিতে হচ্ছে?, স্বাধীনতার পরেইতো সব কিছু বাংলায় হওয়া উচিত ছিলো। এখানেও মানসিকতার প্রশ্ন এসে যায়। এক শ্রেণীর আমলা ও উন্নাসিক কিছু লোকই বাংলা ভাষাকে মর্যাদা দিতে রাজী নন।

অন্যদিকে প্রতি বছরই ফেব্রুয়ারী মাস এলে আমাদের মধ্যে বাংলায় কথা বলা ও বাংলায় লেখার হিড়িক পড়ে যায়। দোকান-পাটের নামফলকেও নতুনভাবে বাংলা লেখা হয়। কোনো কোনো ইংরেজী নামফলক একুশে ফেব্রুয়ারীতে কাপড় বা কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। কিন্তু ফেব্রুয়ারী মাস চলে গেলেই বাকি এগারো মাস আর বাংলার দিকে আমাদের খেয়াল থাকে না। এটা কোনোমতেই ঠিক নয়। এটা মাতৃভাষার প্রতি অবমাননারই সামিল।

এখানে আর একটি বিষয়েরও উল্লেখ করতে হয়।

স্বাধীনতার পরে আমরা বহু দোকান-পাট এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামফলকে বাংলা নাম দেখতে পাচ্ছি এটা শুভ লক্ষণ। কিন্তু কোনো কোনো নামের কোনো অর্থই খুঁজে পাওয়া যায় না। এভাবে অর্থহীন নাম রাখার কোনো যুক্তি নেই। এতেও রাষ্ট্রভাষার প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শন করা হচ্ছে। এটা বন্ধ হওয়া দরকার।

ভাষা আন্দোলনে ছাত্ররা যেমন উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছেন, এসব ক্ষেত্রেও তারা গৌরবপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। তারা জনসাধারণকে সর্বস্তরে বাংলা ব্যবহারের পরামর্শ দিতে পারেন। ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে গিয়ে সঠিক ও অর্থপূর্ণ বাংলায় নামফলক লেখার অনুরোধ জানাতে পারেন। এ কাজ করতে গিয়ে যাতে কোনো অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি না হয় সে বিষয়টির প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে।

ছাত্রদের প্রতি আমি আরো দু'টো অনুরোধ রাখতে চাই। প্রথমতঃ আপনারা ভাষা আন্দোলনের প্রকৃত ইতিহাস জানার চেষ্টা করুন। এ ব্যাপারে বানানো কাহিনীর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করা ঠিক হবে না। দ্বিতীয়তঃ পরিভাষা সৃস্টির নামে আমাদের কাঁধে যে সংস্কৃত ঘেষা বাংলা চাপিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা চলছে তার বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন গড়ে তুলুন। এই দায়িত্বগুলো যদি আপনারা সঠিকভাবে পালন না করেন তাহলে '৫২-র ভাষা শহীদদের আদর্শকে বাস্তবায়নের পথ থেকে আপনারা নিঃসন্দেহে দূরে সরে যাবেন। এতে শহীদদের প্রতিও মর্যাদা দেখানো হবে না।

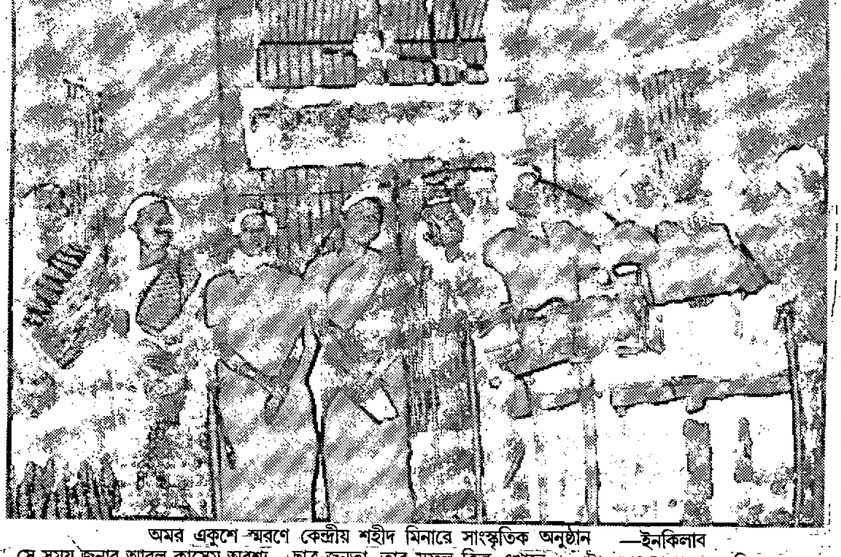

অমর একুশে স্মরণে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান —ইনকিলাব